Vol. 45 | No. 3 | 2002

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শেখ সা'দীর কবিতায় মানবাধিকার

Volume	45
Issue	3
Year	2002
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহাম্মদ আব্দুছ ছবুর খান
Published online	June 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v45i3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v45i3.2
Pages	৫২-৬২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

শেখ সা'দীর কবিতায় মানবাধিকার

মুহাম্মদ আব্দুছ ছবুর খান*

সাহিত্যের যে অঙ্গনে আদল-ইনসাফ, চরিত্র গঠন, ঔচিত্য-অনৌচিত্য, করণীয়-বর্জনীয়, মানবাধিকার, ইত্যাকার বিষয় বিবৃত হয় সাহিত্য সমালোচকদের কাছে সাহিত্যের সেই অঙ্গনটি নীতিশাস্ত্র বা নীতিসাহিত্য (ادبیات اخلاقی) নামে সজ্ঞায়িত। ফার্সি সাহিত্যে নীতিশাস্ত্র বা নীতিসাহিত্য রচনায় যে ক'জন কবি-সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করা যায় শেখ সা'দীর নাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সা'দীর পুরো নাম 'আবু মোহাম্মদ মোশাররফ উদ্দীন (শরফ উদ্দীন) মোসলেহ বিন আব্দুল্লাহ বিন মোশাররফ আস্ সা'দী আস সিরাজী।'[১] সর্বসাধারণের কাছে তিনি সা'দী নামেই পরিচিত। 'তাঁর জন্ম হয় ১১৮৪ (কেউ কেউ যেমন ব্রাউন, আরবেরী, আর বথন্ট প্রমুখ ১১৮৫, ১১৯১ ও ১১৯৩ সাল বলে উল্লেখ করেছেন) খৃস্টাব্দে এবং মৃত্যু ঘটে ১২৯২ (কেউ জন্ম সালের মতো মৃত্যু তারিখও ১২৯১ ও ১২৯৩ বলে উল্লেখ করেছেন) খৃস্টাব্দ।'[২] ইরানের সিরাজ নগরে জন্ম হয়েছিল বলে সা'দীর আর এক উপাধি সিরাজী।

সা'দীর সুদীর্ঘ জীবনকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। জন্মকাল থেকে শুরু করে ১২২৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষা জীবন। এ সময়ে তিনি তদানীন্তন ইরাকের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ বাগদাদের নিজামীয়া মাদ্রাসায় বিদ্যা শিক্ষা করেন। ১২২৬ সাল থেকে ১২৫৬ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে জীবন ও জগত সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করেন। প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান এবং বাস্তব জ্ঞানের এক সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে ১২৫৬ সালে সা'দী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাকি জীবন এখানেই সুফী ধর্মতত্ত্ব চর্চা এবং গ্রন্থ রচনায় অতিবাহিত করেন।

সা'দী যখন কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ বছর। তারপর থেকে দীর্ঘ প্রায় একশত বছরে তিনি কবিতা এবং গদ্যে প্রায় ২৪টি গ্রন্থ

* প্রভাষক, ফার্সী ও উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে তাঁর 'গোলেস্তান' এবং 'বূস্তান' গ্রন্থদ্বয়ই সর্বজনজ্ঞাত। এ দুটি ছাড়াও সা'দীর আরও যে সব গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যায় সেগুলো হচ্ছে—

১। রেসালেয়ে দার তাকরীরে দীবাচে ২। রেসালেয়ে মাজালেছে পাঞ্জেগানে ৩। রেসালেয়ে সোয়ালে দার সাহেবে দিওয়ান ৪। রেসালেয়ে সোয়ালে সাদ উদ্দীন দার আকল ও এশক ৫। রেসালেয়ে নাসিহাতুল মুলুক। ৬। রেসালেয়ে তাকরিরাতে সালাসে ৭। রেসালেয়ে কাসায়েদে আরাবী ৮। মিরাসী ৯। মোলাম্মায়াত ১০। মোসালসাত ১১। তারজিয়াত ১২। তায়্যিবাত ১৩। বেদায়ে ১৪। খাওয়াতেম ১৫। গজলিয়্যাতে কাদিম ১৬। কেতাবে সাহেবিয়া ১৭। মাসনুভিয়াত ১৮। কেতয়াত ১৯। রুবাইয়্যাত ২০। মুফরাদাত ২১। হাযলিয়্যাত।'[৩]

এছাড়াও প্রায় এক হাজার শে'র সম্বলিত তাঁর একটি দিওয়ানও রয়েছে। সা'দী এসব গ্রন্থে ন্যায়বিচার, ইনসাফ, ঔদার্য, আখলাক, মানবাধিকার ইত্যাকার নানা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

যে কোন লেখক বা কবিই স্বকাল, সমাজ এবং প্রতিবেশ দ্বারা যেমন প্রভাবিত হন তেমনি স্বকাল, সমাজ ও প্রতিবেশের কাছেও তাঁরা থাকেন দায়বদ্ধ। তাই তাঁদের লেখায় সমকাল উঠে আসে লেখার মূল উপজীব্য হিসেবে। সা'দীর বেলায়ও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। যে সময়কালকে আমরা সা'দীর সাহিত্য রচনাকাল বলে চিহ্নিত করি, এই সময়কালে মধ্যপ্রাচ্যে বা সেন্ট্রাল এশিয়ায় রাজনৈতিক হানা-হানি, গণহত্যা, বংশপরম্পরায় চলে আসা রাজতান্ত্রিক শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতায় মানবাধিকার লংঘন চরম পর্যায়ে পৌঁছে। বাগদাদে সা'দীর ত্রিশ বছরকাল বিদ্যা শিক্ষার শেষ দিকের একটি ঘটনার দৃষ্টান্ত এ বক্তব্যকে আরও প্রামাণ্য করবে।

সা'দী তখন নিজামীয়া মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। এই সময় বাগদাদে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। যে দুর্ধর্ষ চেঙ্গিস খার নামে আজও সমগ্র এশিয়ার লোক শিউরে উঠে, তারই পৌত্র হালাকু খান এই সময় বিরাট এক তাতার বাহিনী নিয়ে বাগদাদ আক্রমণ করে এবং নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। বাগদাদে গণহত্যা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, মাত্র দু'তিন দিনে মহানগরী বাগদাদ এক মহাশ্মশানে পরিণত হয়। সা'দী এই নৃশংস অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে মর্মাহত হন এবং শোকে-দুঃখে তিনি বাগদাদ ত্যাগ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে মনস্থির করেন। কিন্তু ইরানেও তখন চলছিল মোঘলদের অত্যাচার। তাই তিনি আর স্বদেশেও প্রত্যাবর্তন করলেন না। তিনি নানা দেশ ভ্রমণোদ্দেশ্যে ইরাক ত্যাগ করলেন।

মূলত বাগদাদের এই গণহত্যা সা'দীর কবি-মনে দারুণভাবে আঘাত করে এবং তখন থেকেই তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, শাসকগোষ্ঠীর জুলুম-অত্যাচার এবং স্বেচ্ছাচারিতাই সাধারণ মানুষের অধিকার খর্ব করে এবং তাদের স্বাভাবিক বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেয়। এ কারণেই সা'দী তাঁর সাহিত্যের কাহিনী (Plot) হিসেবে বেছে নেন রাজা-বাদশাহদের কর্মকাণ্ডকে।

১২৫৭ খৃস্টাব্দে বাদশাহ আবুবকর সাদ বিন জঙ্গীর[৪] পৃষ্ঠপোষকতায় সা'দী যে কালজয়ী গ্রন্থ 'বূস্‌তান' রচনা করেন তাতে মূলত পুরো গ্রন্থ জুড়েই আদল-ইনসাফ ও মানবাধিকারের কথাই বিবৃত হয়েছে। এ গ্রন্থে সা'দী বাদশাহ এবং শাহজাদাদের তাঁর কবিতার সম্বোধিত (مخاطب) হিসেবে দাঁড় করিয়ে নিয়ে সাধারণ মানুষ ও অধীনস্থদের প্রতি তাদের কী করণীয় এবং কী বর্জনীয়, সে-সম্পর্কে নানা কাহিনী এবং ঘটনা সমন্বয়ে উপদেশ বর্ণনা করেছেন এবং সেই উপদেশের ফাঁকে ফাঁকে সাধারণ মানুষের অধিকারের কথাও চমৎকারভাবে বলে দিয়েছেন তিনি।

মূল বক্তব্য উপস্থাপনে সা'দীর এই যে বিশেষ ঢং, এটা নিঃসন্দেহে তাঁর চমৎকার একটি কৌশল। কারণ সেই সময়ের দিকে তাকালে আমরা দেখি, আজকের দিনের মত সে-সময়ে গণতান্ত্রিক ধারণারও জন্ম হয়নি এবং সাধারণ মানুষের অধিকার তথা মানবাধিকারও আজকের দিনের মত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি। শাসকগোষ্ঠী শাসিতদের মানুষ বলেই জ্ঞান করছে না। তাদের ধারণায় শাসিতরা তাদের আজ্ঞাবহ মাত্র। তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা তো নাই-ই বরং তাদের নিজস্ব কোন মতামত ব্যক্ত করারই অধিকার নাই। এরূপ একটা সমাজ ব্যবস্থায় বিরাজ করে সা'দী যে কৌশলে মানবাধিকারের কথা বলেছেন সেটি সত্যিই প্রশংসনীয়।

আপাত দৃষ্টিতে আমরা রাজা-বাদশাহ এবং শাহজাদাদের তাঁর কবিতার সম্বোধিত হিসাবে দেখতে পেলেও এটি আমাদের কাছে মনে হয়েছে প্রতীকী। মূলত বিশ্বমানবতার প্রতীকী প্রতিভূ হিসেবে এদেরকে দাঁড় করিয়ে সা'দী তাঁর কবিতায় সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার কথা ব্যক্ত করেছেন। অপরাধী, অধীনস্থ কর্মচারী, কয়েদী, দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর পরিবার-পরিজন, আত্মহনন, প্রতিবেশী দেশ, যুদ্ধ, সন্ধি ইত্যাকার নানা অনুষঙ্গের প্রতি আলোকপাত করেছেন সা'দী তাঁর কবিতায়।

বাদশাহ বা শাসক প্রজাসাধারণের খাদেম স্বরূপ। প্রজাকুলের দুঃখ-সুখ, সুবিধা-অসুবিধা যাবতীয় দেখা-শোনার দায়-দায়িত্ব শাসকের। এটি ইসলামের একটি স্বতঃসিদ্ধ ধারণা। এ কারণেই ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) মনে করতেন, ফোরাতের তীরে কোন কুকুরও যদি অনাহারে মারা যায় তবে এর

দায়-দায়িত্ব স্বয়ং খলিফার। কিন্তু মধ্যযুগের স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এই ধারণা ছিল অচল। তখনকার রাজা-বাদশাহরা মনে করতেন রাজক্ষমতা বংশপরম্পরায় তাদের উত্তরাধিকার। আর জনগণ তাদের হুকুমবরদার মাত্র। সম্ভবত সা'দীই প্রথম এই ধারণার প্রতিবাদ করেন এবং প্রজাসাধারণের প্রতি যে, রাজা-বাদশাহদের দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে সে-কথা স্মরণ করিয়ে দেন। 'বূস্তানের' শুরুতেই সা'দীকে উল্লেখ করতে দেখি, রাজা-বাদশাহদের শুধু আপন আরাম-আয়েশে মত্ত থাকলেই চলবে না। প্রজাসাধারণের প্রতিও তার দৃষ্টি রাখতে হবে—

نیاساید اندر دیار توکس چوآسایش خویش جویی وبس

نیاید به نزدیك دانا پسند شبان خفته وگرگ در گوسفند [৫]

[যখন তুমি শুধুমাত্র নিজের সুখ-শান্তি কামনায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে তখন তোমার দেশের একজন লোকও শান্তি পাবে না। জ্ঞানীদের কাছে কখনো এটা পছন্দনীয় নয় যে, রাখাল থাকবে সুখনিদ্রায় বিভোর তার ছাগলের পালে থাকবে চিতা বাঘ।]

এই যে শাসকগোষ্ঠীকে রাখাল তথা জনগণের অধিকারের রক্ষক হিসেবে চিহ্নিত করা, ঐ যুগের সাহিত্যে আর কেউ এভাবে, এমন স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন বলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

সা'দী শুধু শাসক শ্রেণীর অবস্থান চিহ্নিত করেই তাঁর দায়-দায়িত্ব শেষ করেননি বরং জনসাধারণের প্রতি তাদের কর্তব্য কী তাও বলে দিয়েছেন–

اگر پای بندی رضا پیش گیر وگریك سواره سرخویش گیر

فراخی در آن مرزو کشور مخواه که دلتنگ بینی رعیت زشاه [৬]

[যদি তুমি কারো নিকট দায়বদ্ধ থেকে থাক তাহলে তার (জনগণের) সন্তুষ্টি অর্জন কর। আর যদি তুমি স্বেচ্ছাচারী হও তাহলে নিজেই নিজের মাথা খেলে। তুমি সেই জনপদে সুখ-শান্তি কামনা করো না, যে জনপদের বাদশাহর প্রতি সাধারণ মানুষের অসন্তুষ্টি দেখতে পাবে।]

মূলতঃ শাসক আর শাসিত এ দুয়ের মধ্যেই মানবিক অধিকারের বিষয়টি সবচেয়ে বেশী সংশ্লিষ্ট। পৃথিবী চিরকালই শাসক আর শাসিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে মানব সমাজকে। শাসক তার বল্গাহীন ক্ষমতাবলে শাসিতকে অমানুষ জ্ঞান করেছেন। আর এ কারণেই কখনো কখনো তাদের অন্যায়-অত্যাচার এমন

পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সাধারণ মানুষ আর সেখানে মানবীয় জীবন যাপন করতে পারেনি। কখনো কখনো অত্যাচারী বাদশাহর আশ্রয়-প্রশ্রয় পেয়ে বিচারকরাও অন্যায়, জুলুম ও অত্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। এ ধরনের অত্যাচারী বিচারকদের সম্পর্কেও সা'দীর বক্তব্য সুস্পষ্ট—

مکن صبر بر عامل ظلم دوست چه از فربهی بایدش کند پوست

سر گرگ باید هم اول برید نه چون گوسفندان مردم درید [৭]

[জুলুমপ্রিয় হাকেমের ব্যাপারে (সিদ্ধান্ত নিতে) বিলম্ব করো না। তাদের স্থূলকায় শরীর থেকে চামড়া খুলে ফেলা উচিত। জনগণের ছাগল ছিঁড়ে ফেলার আগেই বাঘের মাথা কেটে ফেলা উচিত।]

অধীনস্থ কর্মচারী এবং খাদেমদের অধিকার সম্পর্কেও বলেছেন সা'দী তাঁর কবিতায়। বার্ধক্যের কারণে কোন কর্মচারী যদি কাজের অযোগ্য বা কর্মাক্ষম হয়ে পড়ে তখন তার প্রতি তাচ্ছিল্য না করে বরং তার সুদীর্ঘকালে সেবার প্রতিদান হিসাবে তার জন্য ভাতা প্রদান বা কোন বন্দোবস্ত করা মালিকের দায়িত্ব। এ প্রাপ্য তার মানবিক অধিকার। তাই সা'দী বলেন—

چو خدمتگز اریت گردد کهن حق سالیانش فرامش مکن

گراو را هرم دست خدمت ببست تورا برکرم همپنان دست هست [৮]

[যখন তোমার কোন খাদেম বৃদ্ধ হয়ে যাবে তখন তুমি তার সুদীর্ঘকালের অধিকারের কথা ভুলে যেও না। বার্ধক্য যদি তার সেবার হস্ত বন্ধ করে দেয় তখন তোমার অনুগ্রহের হাত তো তার জন্য রয়েছে।]

বর্তমান বিশ্বের মানবাধিকারবাদীদের মতে অপরাধীকে শাস্তির পরিবর্তে আদর-স্নেহ দিয়ে শুধরানো সম্ভব। তাই তারা অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে বরং আদর-স্নেহ দিয়ে শুধরাবার সুযোগ দেয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আজ থেকে প্রায় আট'শ বছর আগে শেখ সা'দী তাঁর কবিতায় একই কথা বলেছেন অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে। সা'দীর মতে, অপরাধী যদি তার অপরাধ স্বীকার করে অনুতপ্ত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে তাকে ক্ষমা করা উচিত। প্রথম অপরাধের জন্যই তাকে কতল করা উচিত নয়, বরং প্রাথমিকভাবে তাকে সতর্কতামূলক সাবধান করে দিয়ে সংশোধনের সুযোগ দেয়া উচিত।

گنهکار را عذر نسیان بنه چور زنهار خواهند زنهارده
گر آید گنهکاری اندر پناه نه شرط ست کشتن به اول گناه[৯]

[অপরাধীর আপত্তি (কৃত-অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা) মঞ্জুর করুন। যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে তাকে ক্ষমা করে দিন। দোষী ব্যক্তি যদি আপনার আশ্রয়ে এসে যায় তবে তার প্রথম অপরাধের জন্যই তাকে কতল করা শর্ত নয়।]

কিন্তু বার বার শুধরানোর সুযোগ পেয়েও যারা নিজেদের না শুধরিয়ে বরং একের পর এক অধিকতর অপরাধ সংঘটিত করতে থাকে, তাদের ব্যাপারে শাস্তির বিধান কার্যকর করতে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ করাই বরং মানবাধিকার লংঘন। এরূপ ক্ষেত্রে একজনের বিনিময়ে একটি সমাজের নিরাপত্তা ও শান্তি বিঘ্নিত হয়। তাই এ ধরনের অপরাধীদের শাস্তির বিধান দ্রুত কার্যকর করার পরামর্শ দিয়েছেন সা'দী—

کرا شرع فتوی دهد برهلاك الا تا نداری زکشتنش باك[১০]

[যদি শরীয়ত কাউকে কতল করার ফতোয়া দেয়, তবে তাকে হত্যা করতে বিন্দুমাত্রও শংকা করবে না।]

বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকারবাদীরা মৃত্যুদণ্ডকে যেখানে মানবাধিকার বিরোধী দণ্ড বলে দাবী করছে, সেখানে কোন কোন দেশে (যেমন চীনে) সামান্য চুরির অপরাধেই ফায়ারিং স্কোয়ারে নিয়ে অপরাধীকে গুলি করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হচ্ছে। শুধু তাই-ই নয়, মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীর লাশের উত্তরাধীকারীদের কাছ থেকে যে বুলেট দ্বারা অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে তার মূল্যও উসুল করা হচ্ছে। এটা যেমন মানবাধিকার বিরোধী তেমনি নৃশংস। এরূপ ক্ষেত্রে সা'দীর বক্তব্য অত্যন্ত মানবীয় এবং যুক্তিপূর্ণ। সা'দী তাঁর কবিতায় বলেন—

وگر دانی اندر تبارش کسان برایشان ببخشای و راحت رسان
گنه بود مرد ستمگاره را چه تا وان زن وطفل بیچاره را[১১]

[তুমি যদি জানতে পার সেই মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির বংশধরদের কেউ রয়েছে, তবে তাদের প্রতি কৃপা কর এবং শান্তি পৌঁছাও। কারণ অপরাধ তো ছিল সেই অপরাধীর, অসহায় নারী-শিশুদের কী জরিমানা?]

সত্যিই সা'দীর এই দৃঢ়তাপূর্ণ বক্তব্য আমাদের বিস্মিত করে। মানবাধিকারের এমন জোড়ালো বক্তব্য মধ্যযুগের কোন কবিকণ্ঠে সত্যিই বিরল।

কয়েদীদের অধিকার সম্পর্কেও কথা বলেছেন সা'দী। তাঁর মতে কয়েদীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা উচিত। কারণ, হতে পারে এদের মধ্যে অনেক নির্দোষ ব্যক্তিও থেকে থাকবে। তাই কয়েদীদের সম্পর্কে সা'দীর বক্তব্য—

نظر کن در احوال زندانیان که ممکن بود بی گنه درمیان [১২]

[কয়েদীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করো; কারণ হতে পারে তাদের মাঝে কোন নির্দোষ ব্যক্তিও থেকে থাকবে।]

আত্মহনন যেমনি ইসলাম বিরুদ্ধ তেমনি এটি মানবাধিকার বিরোধীও। আত্মহত্যাকারী আত্মহত্যার মাধ্যমে মানবতার অপমান করছে, মানবাধিকার লংঘন করছে। সা'দীও আত্মহননকে ঘৃণা করেছেন এবং এ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন–

که ای نفس بی رای وتدبیر وهش بکش بار تیمار و خودرا مکش [১৩]

[এই বিবেকহীন, নিশ্চেষ্ট বেহুঁশ নফস, চিন্তার বোঝা বহন কর! আত্মহত্যা করো না।]

সা'দীর যে গ্রন্থটিতে ন্যায়-নীতি, মানবাধিকার, আদল-ইনসাফ এবং চরিত্র গঠনের কথা সবচেয়ে বেশি বর্ণিত হয়েছে সেটি হচ্ছে তাঁর 'গোলেস্তান'। 'গোলেস্তান' যদিও মূলত গদ্য গ্রন্থ, তবে 'এর গদ্যের গতিময়তা, মধুরতা এবং চমৎকারিত্যের কারণে তাঁর কবিতার সাথে এ গ্রন্থের গদ্য একাকার হয়ে গেছে। ফার্সি সাহিত্যে সা'দীর পরে এ ধারার গদ্য নির্মাণের দৃষ্টান্ত বিরল। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে এটিকে نثر مسجع বা ছন্দময় গদ্য (কাব্য গদ্য) বলা হয়েছে।'[১৪] তবে গোলেস্তানের গদ্যের ফাঁকে ফাঁকে সা'দী ছোট ছোট কবিতার আভরণে তাঁর গদ্যের রূপ-মাধুর্যকে আরও রূপময় করেছেন। যেগুলো তাঁর বক্তব্যকে আরও শানিত করেছে। তাই এই গ্রন্থ থেকেও মানবাধিকার সম্বলিত দু'একটি অংশের উদ্ধৃতি দেয়া সমীচীন মনে করছি।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা বা প্রতিশোধ গ্রহণ সম্পর্কে সা'দী তাঁর 'গোলেস্তানে' চমৎকার একটি গল্পের অবতারণা করেছেন। 'বাদশাহ হারুনুর রশীদের এক ছেলে তাঁর কাছে এসে বললো, অমুক পেয়াদার পুত্র আমার মাকে গালি দিয়েছে। হারুনুর রশীদ সভাসদদের বললেন, এই ব্যক্তির শাস্তি কি হতে পারে? একজন তাকে হত্যা করার কথা বললো। অন্যজন বললো, তার জিহ্বা কেটে ফেলতে। আর একজন বললো জরিমানার কথা। হারুন ছেলেকে বললেন, এই ছেলে! সেটাই সবচেয়ে ভাল হবে যদি তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। আর যদি প্রতিশোধ নিতে চাও তাহলে তাকে ঐ পরিমাণ গালি দিয়ে আস যতটুকুন সে তোমার মাকে দিয়েছে। তার চেয়ে বেশী প্রতিশোধ নিতে পারবে না। তাহলে সেটা হবে জুলুম। আর তোমার শত্রু তোমার বিচার দাবী করবে।

نه مردست آن به نزیدك خردمند به با پیل دمان پیکار جوید

بلی مرد آن کس است ازروی تحقیق که چون خشم آیدش باطل نگوید [১৫]

[জ্ঞানীদের কাছে সে ব্যক্তি বীর নয় যে পাগলা হাতীর সাথে লড়তে চায়। বরং সেই-ই বীর যে রাগের সময়ও অশালীন কথা না বলে।]

ইতঃপূর্বে 'বূস্তানে' আমরা দেখেছি সা'দী শাসককে ছাগলের পালের রাখালের উপমা হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু 'গোলেস্তানে' সা'দী আরও সাহসী। শাসকগোষ্ঠী সম্পর্কে এখানে সা'দীর বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট, আরও সরাসরি। শাসকগোষ্ঠীকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, শাসকের শক্তি, দৌলত যত কিছুই থাকুক সে কিন্তু মূলত জনগণেরই খাদেম—

پادشاه پاسبان درویش است گرچه نعمت به فر دولت اوست

گو سفند از برای چوپان نیست بلکه چوپان برای خدمت اوست [১৬]

[বাদশাহ হচ্ছেন জনসাধারণের রাখাল যদিও তার অসংখ্য ধন-দৌলত থাকুক না কেন। ছাগল রাখালের জন্য নয় বরং রাখালই তাদের খেদমতের জন্য।]

অন্ধদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তাদের সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা পাবার অধিকার আজ বিশ্বের সর্বজনস্বীকৃত। এই অন্ধদের অধিকার সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন সা'দী—

وگر بینم که نا بینا و چاه است اگر خاموش بنشینم گناه است [১৭]

[যদি দেখি অন্ধ আর কূপ এবং চুপচাপ যদি বসে থাকি তবে সেটি অন্যায়।]

বাহুবল আর ক্ষমতার দম্ভে অনাথ-মিসকিনদের অধিকারের প্রতি তাচ্ছিল্য করা অন্যায় এবং পাপ। অনাথ-মিসকিনদের প্রতি দয়া না করলে আল্লাহও তাকে দয়া করে না। এ কথাই সা'দী তাঁর 'গোলেস্তানে' বলেছেন এভাবে—

به بازوان تو انا وقوت سردست

خطاست پنجه مسکین نا توان بشکست

نترسد آن که بر افتادگان نبخشاید

که گر زپای در آید، کسش نگیرد دست؟

زگوش پنبه برون آر و داد خلق بده

و گر تومی ندهی داد، روز دادی هست [১৮]

[বাহুবল আর ক্ষমতার দম্ভে অনাথ-মিসকিনদের দমন করা অপরাধ। অনাথের প্রতি যে অত্যাচার করে তার কি এই ভয় নেই যে, যদি সে কখনো পা পিছলে পড়ে তখন তার হাত কেউ ধরে না। (সুতরাং) তোমার কানের তুলা ফেলে দিয়ে অনাথ-মিসকিনের প্রার্থনা শোন। যদি তাদের অধিকার আদায় না কর তবে একদিন এর প্রতিশোধ তোমাকে দেয়া হবে।]

সা'দী ছিলেন বিশ্বমানবতাবাদে বিশ্বাসী। সা'দী মনে করতেন বিশ্বমানবতা তথা সমগ্র আদম সন্তান একই দেহের অঙ্গস্বরূপ। তাই পৃথিবীর এক প্রান্তের মানবগোষ্ঠী যদি কষ্টবোধ করে তবে অন্য প্রান্তের মানুষেরাও সেই কষ্ট অনুভব করবে। তাঁর কাছে ধর্মীয় ভেদাভেদ বা জাতিবোধ বলে মানুষের কোন খণ্ডিত পরিচয় ছিল না। সা'দী বিশ্বাস করতেন সমগ্র মানবগোষ্ঠী একই আদমের সন্তান। তাই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে–

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یك گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
تو کزمحنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی[১৯]

[এক দেহ হতে পয়দা সকল মানুষ।
একে অপরের অংশ রেখ সদা হুঁশ॥
এক অঙ্গ যদি তার হয় ব্যথাহত।
অপর অঙ্গও ব্যথা হয় সেই মত॥
অপরের দুঃখে যেবা দুঃখিত না হয়
মানুষ নামের যোগ্য সে কখনও তো নয়॥
[অনুবাদ : মোহাম্মদ মোবারক আলী]

বিশ্বমানবতাবোধ সম্বলিত এমন জোড়ালো বক্তব্য সে সময়ের খুব কম কবির কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে। সা'দীর এই বক্তব্যের বিশ্বজনিনতার দিকে লক্ষ্য করেই সম্ভবত জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের মূল ভবনের প্রধান ফটকে উপরিউক্ত পংক্তিমালা উৎকলিত করে রাখা হয়েছে।

মানবাধিকার সম্বলিত এমনি আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেয়া যায় সা'দীর 'গোলেস্তান' থেকে। যেখানে মানবতার কথা, মানবাধিকারের কথা উচ্চারিত হয়েছে উচ্চৈঃস্বরে। মূলত ' Saadi's Goolestan is a delineation of the world as it is. In this book human beings are depicted as they are

not as they ought to be. Masterfully depicted are the flows and graces present in human society; the conflicts and contradictions in ideologies and viewpoints and ways of thinkings.'[২০]

শুধুমাত্র 'বূস্তান' আর 'গোলেস্তানেই' নয়, তাঁর অন্যান্য গ্রন্থেও, বিশেষ করে তাঁর গজল এবং দিওয়ানেও মানবাধিকারের কথা, নিপীড়িত গণমানুষের কথা উচ্চারিত হয়েছে সযত্নে। অধিকারবঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের কথা শুধু লিখেই সা'দী তাঁর দায়-দায়িত্ব শেষ করেননি। বাস্তব জীবনেও আজীবন গণশিক্ষা এবং বিপন্নের উপকার সাধনই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত। মৌলিক উপদেশ দান, গ্রন্থ প্রচার ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ইত্যাকার নানা উপায়ে নানা দেশে ভ্রমণ করে জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করেছেন তিনি। কখনো কখনো দুস্থ পরিবারের ঘরে উপস্থিত হয়ে সান্ত্বনা এবং আশ্বাস বাণী শুনিয়ে আশ্বস্ত করেছেন তাদের। মোহাম্মদ বরকত উল্লাহর বক্তব্যের উদ্ধৃতি এখানে যথার্থভাবেই উল্লেখ করা যায়- 'জেরুজালেমে তীর্থ যাত্রীদিগের জলকষ্ট দেখিয়া ব্যথায় তাঁহার করুণ হৃদয় এমনই ভাবে কাঁদিয়াছিল যে, ক্রমাগত বহু বৎসর ধরিয়া তিনি সেই মরুর দেশে তীর্থের সময়ে ভিস্তিওয়ালার ছদ্মবেশে লক্ষ লক্ষ লোককে জলদান করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, কত লক্ষ লক্ষ দরিদ্র যে তাহাদের নিদাঘ-মধ্যাহ্নের দারুণ পিপাসায় সুশীতল বারি পান করিয়া কৃতজ্ঞতার তরল অশ্রুতে এই মহাপ্রাণ দেবতার চরণতল নিষিক্ত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সাম দেশের (সিরিয়ার) মরুপথে যে সকল পান্থ-নিবাস সা'দীর পরিশ্রমে দীর্ঘকাল জলাভাব হইতে নির্মুক্ত ছিল, তাঁহার সাম ত্যাগের বহুকাল পর পর্যন্তও পথিকেরা ঐ পথে চলিবার সময় সেই করুণ-হৃদয় বৃদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত করিত।'[২১]

তথ্যনির্দেশ

১. যবীহ উল্লাহ সাফা, *তারীখে আদাবিয়াতে ইরান,* দ্বিতীয় খণ্ড, (ইরান), দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৭৪ ইরানী সন, পৃ. ১১১

২. আবদুস সাত্তার, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম,* দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, পৃ. ৫০

৩. আব্বাস ইকবাল আসতেয়ানী ও মোহাম্মদ আলী ফরুগীর ভূমিকা সম্বলিত, *কল্লিয়াতে* সা'দী, *এনতেশারাতে জাভিদানে,* পঞ্চম প্রকাশ, ১৩৬২ ইরানী সন।

৪. আবুবকর সাদ বিন জঙ্গী : আতাবক বংশের পঞ্চম সম্রাট। তিনি ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায়ই সা'দী সে সময়ের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসায় ৩০ বছর অধ্যয়নের সুযোগ পান এবং এরই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সাদের নামানুসারে 'সা'দী' স্বীয় কবি নাম গ্রহণ করেন।

৫. বূসতানে সা'দী, *তাসহীহ ও তাওযীহ* : গোলাম হোসাইন ইউসুফী, পঞ্চম প্রকাশ, ১৩৭৫ ইরানী সন, (তেহরান), পৃ. ৪২

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

১৪. পারভীন শাকীবা, *শেরে ফারসী আয আ'গায তা এমরোজ*, তেহরান, ১৩৭৩ ইরানী সন, পৃ. ১২৩

১৫. গোলেস্তানে সা'দী, সম্পাদনা ও ব্যাখ্যা : *গোলাম হোসাইন ইউসুফী*, তেহরান, পঞ্চম প্রকাশ ১৩৭৭ ইরানী সন, পৃ. ৮২

১৬. পূর্বাক্ত, পৃ. ৮০

১৭. পূর্বাক্ত, পৃ. ৮৩

১৮. পূর্বাক্ত, পৃ. ৬৬

১৯. পূর্বাক্ত, পৃ. ৬৬

২০. Dr. Hossain Razmdjou, Introduction, *THE BUSTAN of SHEIKH-E-AJAL SAADI*. Published by the Iranian National commission for Unesco. p. IV

২১. মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ, *পারস্য প্রতিভা*, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩৬-১৩৭